দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 21 SEP 1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

কিন্ডার গার্টেন স্কুল

■ রাবেয়া সুলতানা ডেইজি ■

শিউলী বেশ কিছুদিন হল ভাবছে তার ছোট মেয়েকে স্কুলে এখন দেবে কিনা। যদিও মেয়েকে স্কুলে দেওয়ার মত বয়স হয়েছে। কিন্তু স্কুলের প্রতি সে কোনো আস্থা খুঁজে পাচ্ছে না। তার দুই ছেলে-মেয়ে। প্রথম সন্তান ছেলে, নাম অপু, সে একটা নামকরা কিন্ডার গার্টেনে প্রথমে শ্রেণীতে পড়ে। কিন্তু সেখানে পড়ার মানকে কোনভাবেই উন্নত বলা যাবে না। বাচ্চারা ভুল করলে ম্যাডামদের দৃষ্টিগোচর হয় না। আবার ভুল না করলে দেখা যাচ্ছে বাচ্চাদের তারা মারধর করেন। তুচ্ছ ঘটনায় তারা বাচ্চাদের গায়ে হাত তোলে। যদিও বাচ্চারা সাহস করে প্রতিবাদ করতে পারে না। কিন্তু বাড়িতে এসে মায়ের কাছে প্রায়ই তারা অভিযোগ করে। আর অনেক বাচ্চা বাড়িতে গিয়ে কিছুই বলে না। শিউলী অবশ্য নিজেও মাঝে-মধ্যে দেখেছেন শিক্ষকদের এ ধরনের ব্যবহার।

শিউলী একজন মধ্যবিত্ত ঘরের গৃহিণী। আধুনিক জীবনযাত্রার সাথে সে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা করে। এজন্য তাকে সংসার চালাতে বেশ হিমশিম খেতে হয়। তবুও সে চায় তার সন্তানেরা স্কুলে পড়ে মানুষের মত মানুষ হোক। তাই সে সন্তানদের প্রতি বেশ যত্নশীল। অপু পড়াশুনায় বেশ ভাল। তাই শিউলীর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে ওকে ভালভাবে দেখাশুনা করা। কিন্তু শিউলীর মেয়ে লিজা সে আবার বেশ দুর্বল। পড়াশুনায় সে মোটামুটি ভাল। তবে দুর্বলতার কারণে সে বেশ অসুস্থ থাকে। খুব আস্তে কথা বলে। খুবই শান্ত প্রকৃতির সে। সময়মত খেতে চায় না। লিজাকে স্কুলে দিলে ঐ পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে ওর বেশ কষ্ট হবে। কারণ সেখানে স্নেহ, মায়া ও মমতার বেশ অভাব, যেটা সে তার পরিবারে দেখেনি। স্কুল ভীতি তাকে স্কুলের প্রতি আরও অনাগ্রহী করে তুলবে। শিশুদের কোমল মনে একবার আঘাত লাগলে সেটা কাটিয়ে ওঠা বেশ কষ্টকর।

তাই এই ধরনের কিন্ডার গার্টেন যারা প্রতিষ্ঠা করেন তাঁদের কাছে আমার অনুরোধ-শিক্ষক নির্বাচনে বিশেষ মনোযোগী হওয়ার জন্য। কারণ শিক্ষকদের শিক্ষাদান এবং ব্যবহারের ওপর স্কুলের সুনাম অনেকখানি নির্ভরশীল। বিশেষ করে প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের উচিত শিক্ষকদের পাঠদান পর্যবেক্ষণ করা। পাঠদান পদ্ধতিতে যদি কোন ত্রুটি থাকে তাহলে সেই শিক্ষককে ব্যক্তিগতভাবে ডেকে সেইসব ত্রুটি সংশোধন করা। আর অভিভাবকদের মতামত এবং অভিযোগকেও গুরুত্ব দেওয়া। বছরে ৩/৪ বার অভিভাবক দিবস পালন করা যেতে পারে। তাহলে শিক্ষক এবং অভিভাবকদের মধ্যে একটা সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে। ফলে উভয়পক্ষই লাভবান হন। তাঁরা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে পারবেন।

অপু স্কুলে থাকতে থাকতে লিজাকে স্কুলে দিলে শিউলী অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন। কিন্তু স্কুলের উপর তাঁর ভরসা নেই বলে আপাতত তিনি লিজাকে স্কুলে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি ভাবছেন মেয়েকে বাড়িতে বসে পড়াশুনা শেখাবেন এবং একবারে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করবেন ততদিনে মেয়ে একটু বড় হবে।

এই যদি হয় বিদ্যালয়ের অবস্থা তাহলে আমাদের সন্তানেরা কি শিখবে? আমরা তো শিশুকাল থেকেই পরোক্ষভাবে তাদের মধ্যে সন্ত্রাসী মনোভাব ঢুকিয়ে দিচ্ছি। শিশুকাল থেকেই তারা সত্য/ মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় এগুলোর পার্থক্য বুঝতে পারছে না। পিতা-মাতারা শিশুদের জ্ঞানার্জনের নামে এ কোথায় পাঠাচ্ছেন? গুটিকতক শিক্ষকের অবহেলা ও অমনোযোগিতার কারণে শিশুরা শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা হারাচ্ছে। আজকের শিশুই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। এই শিশুদের যদি আমরা কিছু দিতে না পারি, তাহলে ভবিষ্যতে তারা দেশকে কি একটা সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ উপহার দিতে পারবে? ❑